ঢাকা, ৮ জুলাই ২০১৫

বরাবর
মাননীয় মন্ত্রী
নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়: আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন উপলক্ষে নদী, হাওড় ও উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের নিরাপদে ঘরে ফেরা তথা নিরাপদ নৌপথের নিশ্চয়তা বিধানের দাবিতে স্মারকলিপি।

প্রিয় মহোদয়
আমাদের শুভেচ্ছা নিবেন।

আমরা নিম্নলিখিত সংগঠনগুলো দেশের উপকূলীয়, হাওর ও নদী অঞ্চলের নাগরিক সমাজ ভিত্তিক সংগঠন। উপকূলের মানুষের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আমরা কাজ করি। নৌপথের যাত্রী, লঞ্চমালিক এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণে বাংলাদেশে দুর্ঘটনামুক্ত ও নিরাপদ নৌপথ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও যাত্রী অধিকার সংরক্ষণে অধিপরামর্শ প্রদান এবং নৌ চলাচল ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করা এই সংগঠনগুলোর অন্যতম উদ্দেশ্য। যার আলোকে আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন উপলক্ষে নৌপথের নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ পদক্ষেপ প্রহণের দাবিতে আপনার বরাবরে আবেদন করছি:

১. প্রতিবছরের ন্যায় ঈদ উপলক্ষে এবারও ঈদে ঘরে ফেরা মানুষের পারাপারের জন্য অনিরাপদ ত্রুটিপূর্ণ ও চলাচল অনুপোযোগী নৌযান পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। যা নৌপথে ভ্রমণকারীদের জন্য যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। এব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ কামনা করছি।
২. রমজান শুরু থেকে ঈদ পর্যন্ত সকল ধরনের মেয়াদোত্তীর্ণ ও নতুন নৌযানের স্থায়ী ও অস্থায়ী সার্ভের (ফিটনেস সার্টিফিকেট) প্রদান বন্ধ রাখতে হবে।
৩. রমযান শুরু থেকে প্রতিটি নৌযান ছাড়ার পূর্বে অবশ্যই লঞ্চের, মাস্টার ও ড্রাইভারের প্রয়োজনী কাগজপত্র পরীক্ষা করে ছাড়ার ব্যবস্থা করা
৪. লঞ্চে ওঠার আগেই টিকেট নিশ্চিত করা এবং যাত্রীর নাম ঠিকানা রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করা
৫. দিনেও লঞ্চ চলাচলের ব্যবস্থা করা এবং রোটেশন প্রথা বাতিল করা
৬. ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী বহন নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকর মনিটরিং করা
৭. ডেকে মালামল পরিবহণ এবং লঞ্চের ছাদে ও তলদেশে (মালামাল বহনের জায়গায়) যাত্রী বহন না করা
৮. আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারিতে লঞ্চ পরিচালনা করা
৯. পল্টন থেকে লঞ্চ ছাড়া বাধ্যতামূলক করা এবং মাঝ নদীতে যাতে নৌকা বোঝাই হয়ে যাত্রী উঠতে না পারে তা নিশ্চিত করা
১০. প্রতিটি লঞ্চে পার্যাপ্ত লাইফ জ্যাকেট ও বয়া সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং নৌপথ সিগন্যাল লাইট স্থাপন করা
১১. যে সকল লঞ্চ বিভিন্ন ঘাটে যাত্রা বিরতি করে তাদের জন্য ঘাটভিত্তিক আসন বন্টন বাধ্যতামূলক করা;
১২. হাওড়, নদী ও অন্যান্য বিচ্ছিন্ন দ্বীপাঞ্চলে স্থানীয় প্রশাসনের তদারকিতে নৌযান পরিচালনা ও যাত্রী পারাপারে উপরোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ
১৩. সরকারি নির্দেশনা অমান্যকারীর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং
১৪. বাংলাদেশ বেতার, এফএমরেডিও, কমিউনিটি রেডিও এবং সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যালেনের এর মাধ্যমে সহজ ভাষায় আবহাওয়ার বার্তা প্রচার করা।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই কোন দুর্ঘটনা বা প্রাণহানী কোনোটিই আমাদের কাম্য নয়। আমরা মনে করি, একটি দুর্ঘটনামুক্ত নৌ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই কেবল প্রিয়জনকে সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করা সম্ভব। আর তাই নিরাপদ নৌপথের প্রত্যাশায় নদী, হাওর ও উপকুলীয় অঞ্চলের মানুষ আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। আপনার আন্তরিকতা এবং উদ্যোগ সকলের প্রত্যাশা পূরণ করবে এটাই আমাদের বিশ্বাস।

আপনাকে ধন্যবাদ।

আবেদনকারী সংগঠনসমূহ
অর্পন, আকাশ, উদয়ন বাংলাদেশ, নিরাপদ নৌপথ বাস্তবায়ন আন্দোলন, ডোক্যাপ, পালস-বাংলাদেশ, সমাজ, সিডিপি, নিরাপদ নৌপথ বাস্তবায়ন জোট, গ্রিন বেল্ট ট্রাস্ট ও কোস্ট ট্রাস্ট

সচিবালয়: **কোস্ট ট্রাস্ট**। বাড়ি: ১৩, রোড: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭। **যোগাযোগ:** মো. মজিবুল হক মনির (মোবাইল: ০১৭১৩৩৬৭৪৩৮), আমিনুর রসুল বাবুল (মোবাইল: ০১৭১১৫৮৩৯৫৮)